দৈনিক বাংলা

তারিখ 1.2.86
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

062

প্রাথমিক বিদ্যালয়ঃ ভিন্ন চিত্র

খবরের কাগজে প্রতিদিন কিছুসংখ্যক সচিত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছবি প্রকাশিত হয়। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই বিদ্যালয়গুলির চালা থাকলে বেড়া নেই, বেড়া থাকলে চালা নেই। কোথাও আবার আকাশতলায় ক্লাস হচ্ছে। কোথাও আছে চেয়ার, টেবিল, ব্ল্যাক বোর্ড ডাস্টারের অভাব।

এ অবস্থা শুধু বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নয়। অনেক সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়েও এ অবস্থা বিরাজ করছে। সাধারণ হিসাবে দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৪৪ হাজার। এর মধ্যে ৩৬ হাজার সরকারী এবং বাকী ৮ হাজার বেসরকারী। সরকারী ৩৬ হাজার বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন সরকার দিয়ে থাকেন। বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের বেতন অনিশ্চিত। অনিয়মিত।

এই ৮ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়কে পর্যায়ক্রমে সরকারীকরণের পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এর মধ্যে কিছু কিছু বিদ্যালয়কে ইতিমধ্যে সীমিত আর্থিক সাহায্য দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আগামীতে আরো কিছু বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এর আওতায় আসবে।

তবে বেতনের প্রশ্নটি বিবেচিত হলেও বিদ্যালয়ের ঘর এবং আসবাবপত্রের ব্যবস্থা করার কোন নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ নেই। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেয়া হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা অপ্রতুল।

তাই আমাদের আবেদন হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সার্বিক অবস্থার একটি জরীপ করা হোক। এ জরীপের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারের বিবেচনায় বিদ্যালয়গুলিকে প্রয়োজনীয় সবকিছু সরবরাহ করা হোক। তবে এ কার্যক্রম কোনক্রমেই দীর্ঘমেয়াদী হতে পারবে না। বিদ্যালয়ের ঘরের চালা তুলতে তুলতে শিক্ষাজীবন শেষ হয়ে গেলে সে শিক্ষা যে কোন শিক্ষা হবে তা সহজেই অনুমেয়।

আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক বিদেশী সাহায্য সংস্থা দেশের বিদ্যালয়গুলিতে সাহায্যদানে আগ্রহী। অনেক সংস্থা এ ধরনের সাহায্য দিচ্ছেও। তবে আমাদের ধারণা এ ধরনের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন হচ্ছে না। ফলে কোথাও সাহায্যের অপচয় হচ্ছে আবার কোথাও তেলা মাথায় তেল দেয়া হচ্ছে। প্রার্থিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না কোন ক্ষেত্রেই। তাই আমরা আশা করব, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নয়নসাধনের একটি সমন্বিত কর্মসূচী গৃহীত হবে।